১৪

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...30 JUL 1995......
পৃষ্ঠা ...১ কলাম ..৭......

নারী বিষয়ক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

বেইজিং বৈঠকে সার্কের অভিন্ন অবস্থান গড়িয়া তোলার আহ্বান

বাসস ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল বলিয়াছেন বেইজিং-এ আসন্ন বিশ্বনারী সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার নারী সমস্যা সম্মিলিতভাবে তুলিয়া ধরার জন্য সার্কভুক্ত দেশগুলির একটি অভিন্ন অবস্থান গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী গতকাল আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে নারী বিষয়ক দুই দিনব্যাপী সার্কমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক উদ্বোধন করেন। তিনি আশা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ঐকমত্যের ভিত্তিতে বেইজিং সম্মেলনে একটি সম্মিলিত সার্ক অবস্থান উপস্থাপন করা যাইবে। তিনি বলেন, সার্ক মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের এই বৈঠক ধারণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে একটি ঐকমত্যে পৌছিতে সাহায্য

(১১শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

করিবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মন্ত্রী পর্যায়ের এই বৈঠকে গৃহীত নারী সম্পর্কিত প্রস্তাব দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের অভিন্ন স্বার্থ প্রতিফলিত হইবে।

তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের সম্মিলিত মেধা ও দক্ষতা বেইজিং সম্মেলন সফল করিতে সাহায্য করিবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাসী বাংলাদেশের নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করিয়াছে। উদ্বোধনী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বেগম সারওয়ারী রহমান। বক্তৃতা দেন সার্ক মহাসচিব ওয়াই কে শিলওয়াল, ভারতের মহিলা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বসভারজেশ্বরী।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন তাহাদের নিরাপত্তা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, চাকুরী ক্ষেত্রে মেধা ও আঞ্চলিক কোটা ছাড়াও মহিলাদের জন্য গেজেটেড পদে শতকরা ১৯ ভাগ এবং ননগেজেটেড পদে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা সংরক্ষিত আছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রায় ৬০ ভাগ মহিলা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছাত্রীদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা, তাহাদের জন্য বৃত্তি, নারী নির্যাতনের জন্য মৃত্যুদণ্ড, মহিলাদের জন্য ঋণ দানের ব্যবস্থা, স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে।

বেগম জিয়া বলেন, ১৯৭৫ সনে মেক্সিকোতে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, নাইরোবী, রিও, ভিয়েনা, কায়রো এবং কোপেনহেগেনের পর এখন বেইজিং-এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। বেগম জিয়া বলেন, এ সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য হইতেছে সকল বঞ্চনা ও নির্যাতনের অবসান ঘটাইয়া নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা। তিনি বলেন, এখনও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য বিরাজমান। বেগম জিয়া বলেন, সার্ক চেয়ার পারসন হিসাবে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে এই বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, নারীর জন্য শান্তি এখনও অনেক দূরে। নারী নির্যাতন শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নহে বিশ্বের অন্যান্য অংশেও গুরুতর সমস্যা। তিনি বলেন, আমাদের অবশ্যই নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করিতে হইবে। সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে অসমতা আমাদের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নারী নির্যাতন ও বৈষম্যের অন্যতম কারণগুলি হইতেছে: সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় শ্রেণী ব্যবস্থা, পরিবার ও সমাজে নারীর অসম অবস্থান মাদকাসক্ত, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংঘাত ইত্যাদি। তিনি বলেন, আমাদের অবশ্যই সম্মিলিত কণ্ঠে এ সবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইতে হইবে এবং ইহার অবসান ঘটাইতে হইবে।

তিনি বলেন, নারী উন্নয়নের প্রধান বাধা হইতেছে তাহাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। তিনি বলেন, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপকভিত্তিক নারী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। তিনি বলেন, উন্নয়নের অপর একটি বাধা হইতেছে দারিদ্র্য। সার্ক অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র এবং উহার অর্ধেকই নারী। তিনি বলেন, সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে 'ডাল-ভাত' কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নারী উন্নয়নের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে শিক্ষা। তাহাদের অধিকার নিশ্চিত ও উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। তিনি বলেন, নারী শিক্ষা নিশ্চিত করিতে পারিলে তাহারা পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশীদার হইতে পারিবে। ইহা শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়ন নিশ্চিত করিবে। তিনি বলেন, নারী উন্নয়নে বিনিয়োগ শিল্প ও বাণিজ্যে বিনিয়োগের চাইতে অধিক লাভজনক। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ডেলিগেশন নেতারা দক্ষিণ এশিয়ায় নারী সমস্যা, পরিস্থিতির উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করেন।

বাংলাদেশ দলের নেতা নারী ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম সারওয়ারী রহমান বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার নারীদের অভিন্ন সমস্যা হইতেছে দারিদ্র, নিরক্ষরতা অপুষ্টি, বেকারত্ব। তিনি বলেন, নারীদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। ভুটানের পরিকল্পনা মন্ত্রী এলসি দর্জী, ভারতের মহিলা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বসভারাজেশ্বরী, শ্রীলঙ্কার মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমানী আথুলাথ মুদালী, নেপালের শিক্ষামন্ত্রী মদনাথ প্রশারিত, পাকিস্তানের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব সালমা ওয়াহিদ এবং মালদ্বীপের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক আহমদ সেলিম স্ব স্ব দেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। ভারতের বসভারাজেশ্বরী বলেন, আমরা দারিদ্র্য দূর করিতে পারিলে উন্নয়ন ঘটাইতে পারিব। দারিদ্র্য দূর হইলে ব্যক্তি ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব। শ্রীলংকার শ্রীমানী মুদালী বলেন, দারিদ্র্য মোচনে সকল সম্পদ লইয়া কাজ করিতে হইবে। শ্রীলংকার এলসি দরজী বলেন, সম্মেলনে প্রধান প্রধান বিষয়ে দক্ষিণ এশিয়ার অভিন্ন অবস্থা প্রতিফলিত হইবে। নেপালের সশিক্ষামন্ত্রী মদনাথ প্রশারিত বলেন, বেইজিং সম্মেলনের পূর্বে এ বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ। পাকিস্তানের সালমা ওয়াহিদ বলেন, পাকিস্তানের মহিলারাও সমতা ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করিতেছে। মালদ্বীপের আহমদ সেলিম বলেন, মালদ্বীপ এই বৈঠকের সাফল্য কামনা করে।

বেইজিং এনজিও ফোরাম

গতকাল শনিবার ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সার্ক মহিলা বিষয়কমন্ত্রীদের সঙ্গে বেইজিং এনজিও ফোরাম ৯৫ সংক্রান্ত জাতীয় প্রস্তুতি কমিটির সভানেত্রী অধ্যাপিকা নাজমা চৌধুরীর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভারত, ভুটান, মালদ্বীপ ও পাকিস্তানের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রীদের সঙ্গে লইয়া বাংলাদেশের মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সারোয়ারী রহমান ও যুগ্মসচিব সিরাজ উদ্দিন আহমদ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এনজিও ফোরামের প্রতিনিধিত্ব করেছেন নাজমা চৌধুরী, সালমা খান, হামিদা হোসেন, মাহমুদা ইসলাম, আয়শা খানম ও মালেকা বেগম।